খ্রষ্টীয় জীবনে কি করে কৃতকার্য হওয়া যায়

গর্ডন লিনড্‌সে

খৃষ্টীয় জীবনে কি করে কৃতকার্য হওয়া যায়

প্রথম অধ্যায়

মহান্ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর

আপনি খৃষ্টের জন্য জীবন যাপন করার মহান্ সঙ্কল্প করেছেন। সেইদিন হতে আপনার ভবিষ্যত জীবনের গতি ও উদ্দেশ্য বদলে গেছে। স্বর্গ আপনার গন্তব্য স্থল। আপনি এখন এমন লোক যাঁর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করা হয়ে গেছে। যতদিন নক্ষত্ররাজি গগনে শোভা দেবে, যতদিন ঈশ্বর ঊর্দ্ধে বাস করবেন, ততদিন আপনিও জীবিত থাকবেন।

কেউ যখন খৃষ্টকে হৃদয়ে গ্রহণ করে, তখন প্রায়ই তার হৃদয়ে প্রকৃত খৃষ্টীয়ান হবার গভীর বাসনা দেখা যায়। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় কিভাবে এটি সম্ভব হতে পারে? এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য: যারা সবে মাত্র খৃষ্টকে গ্রহণ করেছে তাদের জীবনের এই বিশেষ ধাপে সাহায্য করা। আপনি খৃষ্টীয় অভিজ্ঞতায় অগ্রসর হতে থাকলে নানা প্রকার আনন্দ ও সন্তোষ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে দেখতে পাবেন। তথাপি স্পষ্টভাবে বলি, খৃষ্টীয় জীবন সর্বদা সহজ জীবন নয়। সমস্যা, পরীক্ষা, প্রলোভন আপনার জীবন পথে আসবে না একথা কখনও ভাববেন না।

সর্বদা মনে রাখবেন। খৃষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমাদের কখনও ছেড়ে দেবেন না বা পরিত্যাগ করবেন না। তিনি যে আমাদের কখনও ছেড়ে দেবেন না বা পরিত্যাগ করবেন না এটি একটি প্রমানিত বিষয়।

সেইজন্য দৃঢ়তার সংগে এগিয়ে চলুন। মনস্থ করুন কখনও পশ্চাদ্পদ হবেন না—যা কিছুই ঘটুক না কেন আপনি খৃষ্টের সংগে সারা পথ যাবেন। এরূপ মনস্থতার সংগে চললে আপনি নিশ্চয় লক্ষ্যে পৌছবেন।

খৃষ্টীয়ান কখন পশ্চাৎ ফিরে দেখে না

যীশু বলেছেন, "লাঙ্গলে হাত রাখিয়া যে কেহ পিছনের দিকে ফিরিয়া চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য নয়।" (লূক ৯ : ৬২) আর এক কথায়, সিদ্ধান্তবিহীন ব্যক্তি কখনও বেশী দূর যেতে পারে না। দুটো মত নিয়ে যুদ্ধরত থাকলে অন্যের সাহায্য বিনা, নিজেই কাজ করার উপযোগী উদ্যম হারিয়ে ফেলতে হয়; এবং পরাজয়ের বীজ রোপিত হয়। একবার খৃষ্টের পক্ষে সঙ্কল্প করে পশ্চাতে ফেরা বিপদজনক।

খৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখুন

খৃষ্টীয়ান সেই, যে ঈশ্বরের ওপর সমস্ত বিশ্বাস বা নির্ভরতা স্থাপন করেছে। নতুন বিশ্বাসীরা আদর্শবাদী হবার ঝোঁকে, ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে না। বেশীর ভাগ সময় তারা লোকেদের ওপর দৃষ্টি রাখে আর যখন তাদের প্রত্যাশিত বস্তুগুলি লোকেদের মধ্যে না দেখে, তখন নিরাশ হয়ে যায়। প্রথম হতে উপলব্ধি করা ভাল যে মানুষ মাত্রই ভুল করে। পিতর, খৃষ্টের নিকটতম বন্ধু ও অনুগামীদের মধ্যে একজন হয়েও, খৃষ্ট বিচারপতির সম্মুখীন হলে—সেই পিতরই, তার যে খৃষ্টের সাথে কখনও পরিচয় ছিল তা অস্বীকার করল। আপনি যদি পিতরের স্বীকারোক্তির সময় থাকতেন, তবে আপনি কি হোঁচট খেতেন? কেউ কেউ অপরের সাংঘাতিক ভুলের ওপর হোঁচট খেয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নিজেদের অভিজ্ঞতা হারিয়ে ফেলে। পিতর জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলেন তবু পরে তিনি একজন মহাপুরুষ হয়েছিলেন। মানুষকে বা তাদের ভুলগুলিকে আমরা লক্ষ্য না করে ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দীর্ঘ সহিষ্ণু বলে তাঁর ধন্যবাদ দেব।

সেইজন্য শুরু হতে আপনার বিশ্বাস—খৃষ্টতে অর্পণ করুন। হয়তো লোকে আপনাকে নিরাশ করতে পারে কিন্তু খৃষ্ট কখনও করবেন না।

খৃষ্টীয়ান হওয়াতে আপনি একটা দৌড়ের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। প্রেরিত, যেমন বলেছেন, "তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যাহারা দৌড়ায়, তাহারা সকলে দৌড়ায়, কিন্তু কেবল একজনই পুরস্কার পায়? তোমরা এইরূপে দৌড়াও, যেন পুরস্কার পাও।" [আর সেটি যেন তোমারই হয়] (১ম করিন্থীয় ৯ : ২৪)

আবার, "এই দৌড় দ্রুতগামীদের জন্য নয় কিংবা এ যুদ্ধ শক্তিশালীর জন্য নয়" কিন্তু যে বিশ্বস্ত এবং আজ্ঞা পালন করে তাদের জন্য।

প্রকাশ্যে খৃষ্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হোন

যদিও প্রত্যেক জিনিসের নির্দিষ্ট সময় থাকে ; তথাপি আপনি যে খৃষ্টীয়ান সে কথা অপরকে জানাতে দেরী করবেন না। এইভাবে আপনি সুরু হতেই তাদের সঙ্গে একটি প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করুন। আপনার এই আদর্শকে তারা শ্রদ্ধা করবে এবং যখন আত্মিক সাহায্যের তারা অভাব-বোধ করবে তখন হয়ত আপনারই দিকে ফিরবে।

একটি আত্মিক মণ্ডলীতে যুক্ত হোন

পরিত্রাণ মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়া থেকেও বেশী হয়ত একথা আপনাকে বলা হয়েছে এবং সেটা যথার্থ। বহুলোক পরিবর্তিত না হয়েও মণ্ডলীর সভ্য তবুও খৃষ্টের পক্ষে সম্বন্ধ করার পর আত্মিক মণ্ডলীতে নিয়মিত যোগদান করা প্রয়োজনীয়। প্রথম হতে অন্যান্য খৃষ্টীয়ানদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করুন। খৃষ্টের ও সত্যের পক্ষে আপনার প্রভাব বিস্তার করুন। প্রত্যেক খৃষ্টীয়ানের—মণ্ডলীকে রক্ষা করা, পুরোহিতের ভরণ-পোষণে সাহায্য করা এবং ঈশ্বর আর যে সব কাজ করতে শক্তি দেন করা উচিত।

মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়ার আর একটি প্রয়োজনীয় কারণ। লোকেরা মেষের মত—যখন একা তখন রক্ষক বিহীন। প্রধান পাল হতে মেষেরা আলাদা হলে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। নেকড়ে বাঘেরা দল ছাড়া মেষদের সন্ধানে ঘুর ঘুর করছে। বিশেষতঃ নূতন বিশ্বাসীর দলের সংগে থাকা উচিত। সেখানে সে কিছুটা নিরাপত্তা পেয়ে রক্ষিত হয়। বাইবেল এই বিষয় কি বলে শুনুন। "কাহারও কাহারও যেমন অভ্যাস, তাহাদের মত আমরা যেন একত্র সম্মিলিত (বিশ্বাসী হিসাবে) হওয়া পরিত্যাগ না করি, বরং পরস্পর উৎসাহ দান করি, আর সেই দিন যত নিকটবর্তী হইতে দেখিতেছ, ততই এই বিষয়ে অধিক উৎসাহ দান করিতে থাকি।" (ইব্রীয় ১০ : ২৫)

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন

প্রথম সুযোগেই আপনার বাপ্তিস্ম বা জলদীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই জলদীক্ষার প্রথাগুলিতে ছোট খাট মত বিরোধীতা নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। ঈশ্বর হৃদয় দেখেন। আপনার মনোপরিবর্তনের পর জলদীক্ষা নেওয়া দরকার। জলদীক্ষা বাধ্যতার কাজ। "যে বিশ্বাস করে—যে অনুগত থাকে এবং যে নির্ভর করে সুসমচারে এবং তাঁকে, যাঁকে সুসমাচার প্রকাশ করে, তাঁতে আস্থা স্থাপন করে—ও জলদীক্ষা গ্রহণ করে সেই পরিত্রাণ পাইবে। [অনন্ত মৃত্যুদণ্ড হইতে]। কিন্তু যে বিশ্বাস করে না সে দোষী সাব্যস্ত হইবে।" (মার্ক ১৩ : ১৬) প্রথমে বিশ্বাস। আপনি যদি শৈশবে বাপ্তাইজিত হয়ে থাকেন কিংবা আপনার মনোপরিবর্তনের পূর্বে, তবে সেটি ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। বাইবেল বলে মন ফিরাও এবং বাপ্তাইজিত হও। শিশুরা মন ফিরাতে বা অনুতাপ করতে পারে না।

বাপ্তিস্ম সর্বসমক্ষে স্বীকারোক্তির কাজ, আপনি যে খৃষ্টীয়ান জগতের কাছে সেই সাক্ষ্য দান করার থেকে আরো বেশী। জলের মধ্যে নেমে যাওয়াতে আপনি যেন খৃষ্টের সহিত কবরস্থ হলেন। এই কাজের দ্বারা পুরাণো মানুষ অহং এর মৃত্যু এবং খৃষ্টের সংগে পুনরুত্থানে নতুন জীবন বোঝায়।

আজকাল বাপ্তিস্মর কোন বিশেষ কলঙ্ক চিহ্ন নেই। বরং কোন কোন স্থানে এটা একটা ঢঙ বা বিলাসিতায় দাঁড়িয়েছে। প্রথম মণ্ডলীর সময় এ রকম ছিল না। সে সময়ে রোমীয় কর্মচারীরা আসত আর যতজন জলদীক্ষা বা বাপ্তিস্ম নিত তাদের নাম লিখে নিত। প্রায়ই খৃষ্টীয়ান হওয়ার দরুন তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত এবং কাউকে কাউকে নিজের বিশ্বাস রক্ষার জন্য প্রাণও দিতে হোত। সে সবদিন খৃষ্টীয়ান হওয়ার বেশ একটা অর্থ ছিল। আজও সেই রকম হওয়া চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনার্থে কয়েকটি প্রয়োজনীয় উপদেশ

কোন ব্যক্তি একটা ব্যবসায় নামতে চাইলে উন্নতি করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাকে তা শিখতে হয়। বহু খৃষ্টীয়ান জীবনে ধর্মনীতিগুলি শেখার জন্য মাথা ঘামান না। যীশু তা লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "প্রভু সেই অবিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষকে এই কারণে প্রশংসা করিলেন যে সে বুদ্ধিমানের কার্য করিয়াছিল। বাস্তবিক সমকালীন লোক সম্পর্কে একালের সন্তানেরা দীপ্তির সন্তানদের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান।" (লূক ১৬ : ৮) জগতের বিষয়গুলিতে লিপ্ত থাকলে মানুষ নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীদের মত হয়ে পড়বে, এবং ঈশ্বরের সন্তানদের মত না হয়ে, সাধারণ বুদ্ধিতে ও স্বেচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতায় চলবে, এই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। যে খৃষ্টীয়ানের সামান্য জ্ঞান আছে সেও, আগামী জগতের বিষয়—চতুর জাগতিক লোকের অপেক্ষাও জ্ঞানী।

যীশু দেখিয়ে দিলেন, যে ব্যক্তি দুর্গ নির্মাণ করে, সে প্রথমে নির্মাণে কতটা অর্থ লাগবে সে বিষয় স্থির করবে, দেখবে যে তার সাধ্যে সেই কাজ শেষ করা কুলাবে কি না। খৃষ্টীয়ান সেরূপ তার সকল কাজে এই রকম ব্যবসা বুদ্ধি নিয়োগ করবে।

"তোমাদের মধ্যে কেহ উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিতে চাহিলে, প্রথমে বসিয়া সে কি হিসাব করিয়া দেখে না, সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কি না? নতুবা ভিত্তি স্থাপন করিবার পর সে যদি শেষ করিতে না পারে, তবে যাহারা দেখিবে সকলে হয়ত তাহাকে উপহাস করিবে, এই লোক নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু শেষ করিতে পারিল না।" (লূক ১৪ : ২৮–৩০)

নিয়মিত প্রার্থনার জীবন শুরু করুন

সাফল্যপূর্ণ খৃষ্টীয়ান হতে হলে—ঈশ্বর এই উদ্দেশ্যে যে সব উপায় করে দিয়েছেন তা ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ: প্রথমে নিয়মিত প্রার্থনার জীবন শুরু করতে হবে। এটি জোর করে করাতে হয় না—যে সব নর ও নারী নিয়মিত প্রার্থনা করেন তাঁদের জীবনকালে

অপূর্ব জিনিষ সাধিত হয়। প্রার্থনার দ্বারাই ঈশ্বরের নিকট হতে নানা বস্তু পাওয়া যায়। যীশু যে প্রতিজ্ঞার উদাহরণ দিয়েছিলেন তা এই :

> "যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হইবে, অন্বেষণ কর, পাইবে, দ্বারে করাঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। কারণ যে কেহ যাচনা করে সে গ্রহণ করে, যে অন্বেষণ করে সে পায়, যে দ্বারে করাঘাত করে তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে।" (মথি ৭ : ৭-৮)

বিশ্বাসের শক্তি সম্বন্ধে যীশু যা ঘোষণা করেছিলেন তা লক্ষ্য করুন :

> "যীশু উত্তরে তাঁহাদের বলিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে উপড়িয়া যাও ও সমুদ্রে গিয়া পড়, এবং অন্তরে সে কোনও সন্দেহ না করিয়া বিশ্বাস করে যে, তাহার কথামত ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। এইজন্য আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমরা যাহা কিছু প্রার্থনায় চাহিয়া থাক, বিশ্বাস করিও যে, তোমরা তাহা পাইয়াছ, তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।" (মার্ক ১১ : ২২-২৪)

আমার সবচেয়ে বিশেষ উপদেশ হচ্ছে, আপনি দৈনিক প্রার্থনার অভ্যাস করুন। প্রতিদিন আপনার জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ঈশ্বরের সামনে আনা উচিত—আপনার দৈনিক কার্যাবলী, আপনার অর্থ, আপনার সমস্যা, আপনার পরিবার, আপনার কাজ, আপনার ইচ্ছাগুলি, আপনার কর্ম ধারা সব আনা চাই। যদি বিশ্বস্তভাবে প্রতিদিন এইভাবে প্রার্থনা করেন, দেখবেন আপনার জীবনে ঈশ্বর পরিকল্পিত অধ্যায়গুলি আপনা হতে খুলে যাবে। মনে রাখবেন : প্রতিটি জীবনের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ নক্‌শা আছে। সেই পরিকল্পনাটাই সেই জীবনের জন্য সবচেয়ে উত্তম। হয়তো আপনি তাঁর সেবা কাজে—মিশনারী হবার জন্য, অথবা মণ্ডলীর সুশিক্ষিত কর্মচারী হবার জন্ত আহূত। কিংবা হয়তো ব্যবসায়ী বা ঘরের বৌ হবার জন্ত। আপনার জন্ত ঈশ্বরের সুন্দর নিখুঁত সঙ্কল্প রয়েছে। আপনাকে প্রার্থনাতে তাঁর সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। দুঃখের বিষয় বহু খৃষ্টীয়ান ঈশ্বরের ইচ্ছার উত্তমতা ধরতে পারে না। বেশীর ভাগ বিবাহের ব্যাপারে। যদি কেউ প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা না করে তবে সঙ্গী নির্বাচনে ভুল হবে এবং তার ফলে সারা জীবন অসুখী হতে হবে। জীবনের সাথী নির্বাচনে দ্বিতীয় উপায় খুব কমই দেখা যায়।

নিয়মিত প্রার্থনার একটা নির্দিষ্ট সময় রাখুন যেমন আদিম মণ্ডলী রেখেছিল (প্রেরিত ৩ : ১) এইভাবে আপনি অনেক ক্রটী বা ভুলের হাত হতে রক্ষা পাবেন।

আরো একটা দরকারী কাজ যে কোন খৃষ্টীয়ান করতে পারে। অপরের জন্য প্রার্থনা, তাদের সমস্যা ও অভাবের জন্য বিনতি করা এও একটি সেবা কাজ। বিনতি করার মত উচ্চ পদ আর নেই, আর এই পদ সকলের জন্য খোলা আছে। আপনার জন্যও খোলা আছে। যদি বিনতি করা আপনি শিখতে চান তবে যিহিস্কেল ২২ : ৩০-৩১ এ এর উত্তর পাবেন।

> "আর আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এইজন্য তাহাদের মধ্যে এমন একজন পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম, যে তাহার প্রাচীর সারাইবে ও দেশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে, কিন্তু পাইলাম না। এইজন্য আমি তাহাদের উপরে আপন রোষ ঢালিলাম, আমি আপন কোপাগ্নি দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিলাম, তাহাদের কার্য্যের ফল তাহাদের মস্তকে দিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।" (যিহিস্কেল ২২ : ৩০-৩১)

অথবা ঈশ্বর বলছেন, তিনি একটি মানুষকে খুঁজছিলেন যে প্রার্থনা করবে যেন লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি ফেরে। কিন্তু তেমন কোন প্রার্থনাকারী ব্যক্তি না পাওয়ায় তিনি তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন আর তাদের মন্দতা প্রযুক্ত তাদের দেশকে ধ্বংস করেছিলেন।

প্রতিদিন বাইবেল পড়ুন

বাইবেল ভাল করে বোঝার জন্যে—ঈশ্বর তাঁর পবিত্র বাক্য দ্বারা আপনার সংগে কথা বলছেন—এইভাবে অধ্যয়ন করুন। আপনি এখন বাইবেলের লেখককে জানেন—তিনি আপনার স্বর্গীয় পিতা—এইজন্যে আপনি প্রতিটি পাতা হতে মহা উৎসাহ ও উপদেশ পাবেন।

তবে এটা সত্যি বাইবেলের কতকগুলি পুস্তক অন্যগুলি হতে বোঝা একটু কঠিন। বাইবেল দু'ভাগে বিভক্ত—পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম। প্রভু যীশুর এই পৃথিবীতে জন্মাবার পূর্বে পুরাতন নিয়ম লেখা হয়েছে। যুগে যুগে ঈশ্বর মানুষের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছেন তারি কাহিনী। আর এই পুস্তকের বহু জায়গায় ঈশ্বরের পুত্র যীশু খৃষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও কি ভাবে তিনি মানব জাতিকে উদ্ধার করবেন সে বিষয় ভাববাণী করা হয়েছে।

নতুন নিয়ম : খৃষ্ট এ জগতে বাস করলেন, মরলেন এবং মৃতদের মধ্য হতে উঠলেন তার পরে লেখা হয়েছে। নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তককে (মথি, মার্ক, লূক ও যোহন) সুসমাচার বলা হয়, এতে খৃষ্টের বিষয় ও তাঁর এই ধরিত্রীতে নির্দিষ্ট সেবা কাজের বিষয় দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক খৃষ্টীয়ানের এই পুস্তকগুলি প্রথমে পড়া উচিত। পরের বইটি "প্রেরিতদের কার্য বিবরণ" খৃষ্ট স্বর্গারোহণ করার পর তাঁর শিষ্যরা বা তাঁর অনুগামীরা তাঁর কাজ কি ভাবে সাধন করে প্রথম মণ্ডলী বা গীর্জা স্থাপন করেন তারি বিষয় বলা হয়েছে। প্রেরিতদের কার্য বিবরণে আজকের বর্তমান মণ্ডলী বা চার্চের কিরূপ হওয়া উচিত তারি নক্শা দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মের বাকি পুস্তকগুলির বেশীর ভাগ প্রেরিত পৌল পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে বহু শহর ও নগরের মণ্ডলীগুলির উদ্দেশ্যে লিখেছেন। উপদেশ মালাগুলি যেমন সেই যুগের আদিম মণ্ডলীর খৃষ্টীয়ানদের কাছে মূল্যবান ছিল আজও আমাদের কাছে তদ্রূপ মূল্যবান।

নতুন নিয়ম অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যান ; বাদ দিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক হতে পড়বেন না। নতুন নিয়ম আপনার খৃষ্টীয় জীবনের পথ প্রদর্শক।

নতুন নিয়ম শেষ করে, পুরাতন নিয়ম শুরু করতে পারেন। ঐ পুস্তকে আপনি দেখবেন যে সব নরনারী ঈশ্বরের সেবা করে গেছে আবার যারা করে নি উভয় পক্ষের সাথে ঈশ্বরের ব্যবহার। ঈশ্বরকে বলুন শাস্ত্র, আপনার কাছে খুলে ধরতে—পুরাতন নিয়মে যে সব প্রয়োজনীয় শিক্ষা আছে তা যেন আপনি শিখতে পারেন। যাই হোক্ আমাদের জন্যে বিশেষ করে নতুন নিয়ম লেখা হয়েছে—মণ্ডলীর যুগে প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্যে—তাই আপনি এই পুস্তক হতে অনেক উপকার পাবেন। প্রতি খৃষ্টীয়ানের অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন তিন অধ্যায় করে বাইবেল পড়া ভাল। আপনাদের পরিচালককে শাস্ত্র বুঝিয়ে দেবার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়নের দল শুরু করতে বলুন। এতে সকলেই অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা আহরণ করবেন। এ ছাড়াও আপনার শাস্ত্র বুঝতে অসুবিধা হলে পবিত্র আত্মাকে সে সময় পথ দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করুন।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান সম্বন্ধে বিশ্বস্ত হোন

বাইবেল যাকোবের বিষয় বলে যে তাঁর একটি অপ্রীতিকর অভ্যাস ছিল। যতক্ষণ না ঈশ্বর তাঁর জীবনে আসেন সেই নীচতা অনেক দূরে এগিয়ে ছিল। তাঁর এই প্রবঞ্চনার দরুণ একবার তিনি ভারী বিপদে পড়েন, তাঁকে ঘর থেকে পালাতে হয়। কিন্তু সেই রাতে ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গের দর্শন দেন। সেই দর্শন তাঁর জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। আর সেই স্থানে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, যে তিনি তাঁর সমস্ত উপায়ের দশমাংশ ঈশ্বরকে দেবেন।

> "আর যাকোব মানত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ঈশ্বর আমার সহবর্তী হন, আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আহারার্থে খাদ্য ও পরিধানার্থে বস্ত্র দেন, আর আমি যদি কুশলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে পাই, তবে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হইবেন এবং এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে, আর তুমি আমাকে যে কিছু দিবে তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দিব।" (আদি ২৮ : ২০–২২)

সত্যি খুব দুঃখের বিষয় যে অনেক নামধারী খৃষ্টীয়ান এত লোভী যে তারা দশমাংশ দেয় না। ঈশ্বর তাদের চোর ও দস্যু বলেন। তারা মানুষের ওপর ডাকাতি করেনি ঈশ্বরের ওপর করেছে।

> "মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে? তোমরা ত আমাকে ঠকাইয়া থাক কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি? দশমাংশে ও উপহারে। তোমরা অভিশাপে শাপগ্রস্ত, হাঁ, তোমরা, এই সমস্ত জাতি, আমাকেই ঠকাইতেছ। তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে, আর তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনী-গণের সদাপ্রভু কহেন, আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কিনা।" (মালাখি ৩ : ৮–১০)

ওদিকে ঈশ্বর আবার, যারা বিশ্বস্ত তাদের ওপর বিশেষ বিশেষ আশীর্বাদ দানের প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন। আমরা যা কিছু পাই বা উপায় করি তার দশ ভাগের এক ভাগ ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে—দশমাংশ দান। আমাদের যা কিছু আছে সকলি ঈশ্বরের নিকট হতে পেয়েছি। তাঁর কাজের জন্য কমপক্ষে দশ ভাগের এক ভাগ তাঁকে দিতে তিনি বলেছেন।

ঈশ্বরের কাজ চালান আমাদের প্রথম কাজ হওয়া চাই। প্রতিবার আপনি অর্থ বা দ্রব্য যা কিছু আপনার কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসা হতে উপার্জন করেন ঈশ্বর বলেন, যেন তার দশমাংশ প্রথমে ঈশ্বরকে দেওয়া হয়।

খৃষ্টীয়ানের বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের কাজের দায়িত্ব রয়েছে, তা উপেক্ষা করবেন না। যারা ঈশ্বরকে জানে না তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা ঋণী। খৃষ্ট বলেছেন, "জগতের প্রান্ত পর্যন্ত যাও এবং প্রচার কর, মুক্ত কণ্ঠে সুসংবাদ (সুসমাচার) প্রতিজনের কাছে ঘোষণা কর।" হয়তো ঈশ্বর আপনাকে পুরোহিত বা মিশনারী হতে আহ্বান করবেন। তাছাড়াও একাজে সাহায্য করা, খৃষ্টের বাণী বহণ করতে অপরকে সাহায্য করতে আপনার দায়িত্ব আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

খ্রীষ্টীয় জীবনের সমস্যাগুলি

কখনও কখনও লোকেরা ভাবে খৃষ্টীয়ান হলে বুঝি সব সমস্যা মিটে যায়। পরীক্ষা উপস্থিত হলে তারা অবাক্ হয় ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। খৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করায় কয়েক প্রকার সমস্যায় সমাধান হয় বটে যেমন পাপ ও পাপ সংক্রান্ত বিষয়গুলির। পাপের প্রশ্নই সবচেয়ে বড় সমস্যা—খৃষ্টের দ্বারা সেই মহাসমস্যার সমাধান চিরকালের জন্য হয়ে গেছে। যাই হোক মনোপরিবর্তনে আমাদের জীবনের সমস্যাগুলি আপনা হতে দূর হয়ে যায় না। নূতন বিশ্বাসীকে অনেক প্রকার পরীক্ষা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়। "মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক ; কারণ তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।" (১ম পিতর ৫ : ৮) আমাদের শয়তানকে প্রতিরোধ করতে হবে। খৃষ্ট ধর্মের মূল্য খৃষ্ট ক্রুশে দিয়েছিলেন। আমাদেরও এইরূপ মূল্য দিতে হবে। কাজেই খৃষ্ট তাঁর অনুগামীদের শিষ্য হবার পূর্বে এর মূল্য নির্ণয় করতে বলেছিলেন। যাই হোক প্রত্যেক প্রলোভন হতে উদ্ধারার্থে খৃষ্টের প্রতিজ্ঞা আছে।

> "মানুষের জীবনে যাহা সাধারণ, তাহা ছাড়া আর কোন পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তিনি তোমাদের শক্তির অতীত পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তারের পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার।" (১ম করিন্থীয় ১০ : ১৩)

পৌলের বিষয় পড়ুন, বিশেষতঃ তাঁকে যে সব জিনিস সহ্য করতে হয়েছিল তার তালিকা নূতন নিয়মে ২ করিন্থীয় ১১ অধ্যায়ে দেখুন। শেষে তিনি বলতে পেরেছিলেন, "প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে উদ্ধার করবেন এবং সমস্ত মন্দতা হতে বাঁচিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি রক্ষা করে তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে নিরাপদে নিয়ে আসবেন। তাঁহারই গৌরব চিরকাল যুগ যুগ ধরে হোক। আমেন্—তাই হোক।"

পাপ করা ও পাপের মধ্যে বাস করার পার্থক্য

প্রত্যেক নূতন মনোপরিবর্তনকারীর এই বিষয় জানা আবশ্যক : পাপ করা এবং প্রলোভনে পতিত হওয়ার ফলে পাপে বাস করার মধ্যে

অনেক তফাৎ আছে। বহুলোক যারা সবেমাত্র খৃষ্টকে গ্রহণ করেছে তারা এটা বুঝতে পারবে না, এবং একটি পাপ করে মনে করে সব হারিয়ে ফেলেছে এমন কি নিজেদের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়। এক সময় তারা খৃষ্টের জন্য জীবন যাপন করার ঐকান্তিক সংকল্প করেছিল ও পতিত হবেনা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল। হঠাৎ এক দুর্বল মুহূর্তে তাদের পথে প্রলোভন আসাতে যে কাজ তারা করতে চায়নি তাই করে ফেলল। শয়তান হয়ত তারা কখনই পরিত্রাণ পাইনি এই কথা ফিস্ ফিস্ করে তাদের কানে বলে থাকতে পারে। সব ছেড়ে দেওয়ার প্রবৃত্তিও হয়ত সে তাদের দিয়ে থাকে।

এই শয়তানের ইচ্ছা যেন তারা ধর্ম ছেড়ে দেয়, তাই ঠিক এটাই তাদের করা উচিত নয়। নূতন বিশ্বাসী খৃষ্টতে শিশু। শিশুকে দৌড়ান শেখবার আগে চলতে শিখতে হয়। আমরা উল্লেখ করেছি—পিতর খৃষ্টের একজন অনুগামী, তিনি একবার একটা সাংঘাতিক পাপ করে-ছিলেন। কিন্তু খৃষ্ট তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন পরে তিনি প্রেরিতদের নেতা হয়েছিলেন। এটা মনে রাখা খুবই দরকার যে যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি প্রভু আমাদের সব পাপ ক্ষমা করবেন।

"আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্মময় বলিয়া আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং সমস্ত অধার্মিকতা হইতে আমাদের শুচি করিবেন।... বৎসগণ এই সমস্ত তোমাদের লিখিতেছি, যেন তোমরা পাপ না কর; যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের সমর্থক একজন সহায় আছেন, তিনি সেই ধর্মময় যীশু খৃষ্ট।" (১ যোহন ১ঃ ৯, ২ঃ১)

তবে স্বেচ্ছায় পাপে বাস করা অন্য ব্যাপার। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেকে পাপের হাতে সমর্পণ করে তার অবস্থা বিপদজনক। পাপের দুঃসাহসিকতায় লোকেরা অন্ধকার ও ভ্রান্তিতে চলে যায়। প্রেরিত যোহন যিনি আগেকার কথাগুলি লিখেছিলেন তিনি স্বেচ্ছায় জেনেশুনে পাপের সতর্ক বাণীও দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বিষয় বলেছিলেন যারা এইভাবে দোষী তারাই মন্দস্বার—শয়তানের লোক।

"যে পাপ করে, সে দিয়াবলের লোক; কারণ দিয়াবল আদি হইতেই পাপ করিয়া আসিতেছে; দিয়াবলের কার্য ধ্বংস করিবার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হইলেন।" (১ যোহন ৩ঃ৮)

যে ব্যক্তি পাপ ভালবাসে ও পাপের মধ্যে স্বেচ্ছায় দিন যাপন করে সে দিবালয়ের সন্তান। ১ যোহন ৩ : ১০ বলে, "যারা ঈশ্বরের স্বভাব গ্রহণ করে তারা ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু যারা দিবালয়ের স্বভাব গ্রহণ করে তারা তার সন্তান তা এতেই প্রকাশ পায় ; যে তারা ধর্মাচরণ করে না—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য যারা ইচ্ছায় চিন্তায় ও কাজে পরিণত করে না তারা ঈশ্বরের নয় কিংবা যারা খৃষ্টেতে সহবিশ্বাসী ভাইকে ভালবাসে না তারাও নয়।" কিন্তু হঠাৎ প্রলোভনে পড়ে পাপ করা থেকে এটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদি আপনি পাপ করে থাকেন ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করুন এবং তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করুন।

আমরা সকলে ভুল করে থাকি। তার মধ্যে কোনটা খুব খারাপ। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হল যেন আমাদের হৃদয় ভুল না করে। আমাদের হৃদয় যেন সর্বদা ঈশ্বরের দিকে থাকে। তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম সর্ব প্রথমে হওয়া উচিত।

অনুভূতির সমস্যা

এ সূত্রে আরও কয়েকটি জিনিস উল্লেখ করা উচিত। আপনি আপনার অনুভূতির বশবর্তী হয়ে চলবেন না। আপনার পরিত্রাণের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই এবং অনুভূতি দিন দিন পরিবর্তিত হতে পারে। বহু নূতন বিশ্বাসী নবলব্ধ আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতায় মনে করেন এই উল্লাস চিরদিন থাকবে। পরীক্ষা প্রলোভন আসাতে, যখন এই অনুভূতি হ্রাস পায় তখন সে ভাবে যে তার পরিত্রাণ হারিয়ে গেছে। এর থেকে বড় ভ্রান্তি আর নেই। আমাদের পরিত্রাণ আমাদের অনুভূতির ওপর নির্ভর করে না কিন্তু কালভেরীতে সাধিত সমাপ্ত কাজটির ওপর নির্ভর করে। খৃষ্টের মৃত্যু আমাদের অনন্ত জীবন দেয় যদি আমরা তা গ্রহণ করি।

ভাল হয়, যদি নূতন বিশ্বাসীরা বার বার বীজবাপকের উদাহরণ পড়ে। সেখানে চার রকম শ্রোতাদের ওপর ঈশ্বরের বাক্যের প্রভাব কিভাবে হয়েছিল তা দেখা যায়। যীশু এই রূপক কাহিনীটি মথি ১৩ : ৩-৯ পদে বলেছেন এবং ১৮-২৩ পদে তার অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

"অতএব বীজ-বাপকের উপমাটি শুন ; কেহ যখন রাজ্য সম্পর্কে শুনিয়া বুঝে না, তখন মন্দ আত্মা আসিয়া তাহার হৃদয়ে যাহা বপন করা হইল তাহা কড়িয়া লয়। ইহা সেই বীজ যাহা পথের পার্শ্বে বপন করা হইল। যাহা প্রস্তরময় স্থানে বপন করা হইল ইহা তাহারই কথা যে বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অন্তরে মূল না থাকাতে সে অল্পকাল স্থির থাকে, পরে বাক্যের জন্য ক্লেশ কিংবা নির্যাতন ঘটিলে সেই মুহূর্তে সে বিঘ্ন পায়—যাঁকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল এবং মানা করা উচিত ছিল তখন তাতে আর রুচি থাকে না এবং অবিশ্বাস করতে সুরু করে ও তাঁকে ত্যাগ করে এবং নিজে পতিত হয়। যাহা কাঁটাবনের মধ্যে বপন করা হইল, ইহা তাহারই কথা যে বাক্য শুনে, এবং সংসারের চিন্তা ও ধনাসক্তি ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, কাজেই ইহা ফলহীন হয়। যাহা উত্তম ভূমিতে বপন করা হইল, ইহা তাহারই কথা যে বাক্য শুনিয়া তাহা বুঝে, সে ফল ধারণ করে, কিছু শতগুণ, কিছু ষাটগুণ, কিছু বা ত্রিশগুণ ফল উৎপন্ন করে।" (মথি ১৩ : ১৮–২৩)

আপনারা কি এই রূপক কাহিনীটি মনোযোগ সহকারে পড়েছেন ? আপনি কোন্ শ্রোতাদের শ্রেণীভুক্ত ? আপনার নিজেকে বেছে নেওয়া আপনারই হাতে।

নিরাশার সমস্যা

একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস খৃষ্টীয়ানকে শিখতে হবে—তার কাছে যেটি এখন নিরাশার জিনিস মনে হচ্ছে পরে সেটি ছদ্মবেশী আশীর্বাদ হতে পারে। কোন একটি বিষয়ে বিফল হওয়াতে হৃদয়ে তিক্তভাব পোষণ করা সাংঘাতিক ভুল। যদি কেউ আপনার ক্ষতি করে আপনি প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবেন না। ঈশ্বর বলেন আমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। "প্রীতিভাজনেরা, তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দাও, কারণ লেখা আছে,—

'প্রতিশোধ লওয়া আমারই কার্য, আমি প্রতিফল দিব, ইহা প্রভু বলেন।' (রোমীয় ১২ : ১৯) খৃষ্টীয়ান হিসাবে তাঁরই হাতে আপনার সমস্যাগুলি অর্পণ করুন। মন্দের প্রতিশোধে মন্দ করতে চেষ্টা করবেন না। রোমীয় ১২ : ১৭-১৮ পদে বলে, "যা কিছু সৎ প্রকৃত ও উত্তম সেই বিষয়ে মনোযোগী হও। নিন্দার ঊর্দ্ধে থাকিও—মনুষ্যদের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম তাহা করিতে মনোযোগী হও। সম্ভব হইলে তোমাদের যতদূর সাধ্য মনুষ্য মাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।"

অপরিবর্তিত স্বামী বা স্ত্রীকে খ্রষ্টের জন্য লাভ করা

পরিবারের একজনের অপরজনের পূর্বে মন ফেরান অস্বাভাবিক নয়। প্রায়ই অপরিবর্তিত ব্যক্তি অপরের জীবনের পরিবর্তন বুঝতে পারে না। তাই অনেক সময় তাকে তার অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করে অবজ্ঞা করে, কিন্তু খৃষ্টীয়ানকে সে সময় প্রেম ও ধৈর্য দেখাতে হবে—জ্ঞানপূর্বক চলতে হবে। শাস্ত্র বলে, "সেইরূপে বিবাহিত নারীরা তোমরা আপন আপন স্বামীর বশবর্তী হও তাদের ওপর নির্ভর কর—যেন কেহ যদিও ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য হয়, তথাপি তাহারা তোমাদের ঈশ্বর ভয় ও বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়া তর্ক আলোচনা ছাড়াই স্ত্রীর ধর্মীয় জীবন দ্বারা তাহাদের লাভ করা যায়। যখন তারা তোমাদের শুদ্ধ ও ভদ্র আচরণের সংগে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে......" (১ম পিতর ৩ : ১-২)

নূতন বিশ্বাসীরা প্রায় তাদের সাথীদের খৃষ্টীয়ান হবার জন্য এমন জোরাজুরি করেন যার ফলে, হয়তো একটা শত্রুতা বা বিরোধীতা সৃষ্টি হয়। অপরিবর্তিত সাথীকে জয় করতে খৃষ্ট আপনার নিজের জীবনে যা সাধন করেছেন তা প্রদর্শন করুন। আপনার মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন দেখলে হয়তো তার হৃদয়েও এরূপ অভিজ্ঞতার জন্য বাসনা জাগবে।

অবিশ্বি খৃষ্টীয়ানের কর্তব্য অপরকে দৃঢ়ভাবে প্রার্থনায় ধরে থাকা। মনোপরিবর্তন যুক্তি পরামর্শ দ্বারা রাজী করানর চেয়ে অনেক বেশী। এর ভেতর অলৌকিক প্রকাশ নিহিত আছে। একটি জনপ্রিয় বাইবেল পদ বলে, "পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকেরা, তোমরা সকলে আমার নিকটে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব—আমি তোমার আত্মাকে আরাম দেব—নিশ্চিন্ত ও সজীব করব।" (মথি ১১ : ২৮) ঠিক তার আগের পদটা কিন্তু প্রায়ই কেউ লক্ষ্য করে না "আমার পিতা সমস্তই আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, আর পিতাকে কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন সে জানে।" (মথি ১১ : ২৭) মানুষের কাছে খৃষ্ট যখন পিতাকে, ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন তখুনি সে পরিবর্তিত হয়। প্রার্থনা ও ঈশ্বরের লোকদের বিনতি দ্বারাই একাজ সাধিত হয়। যুক্তি তর্কের দ্বারা বোঝাতে যাবার আগে ঐকান্তিক প্রার্থনার প্রয়োজন।

অতীতের মন্দ স্মৃতিগুলি

বহু খৃষ্টীয়ান তাদের অতীতের মন্দ কাজগুলি স্মরণ করে লজ্জায় ভরে যান। সময় সময় এই স্মৃতি তাদের হতাশ করে দেয়। তাদের ভোলা উচিত নয় যে খৃষ্টের রক্ত আমাদের সব পাপ হতে ধৌত করে।

আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করা খুবই দরকার। যখন অনুতাপ করি তখন আমরা নূতন করে একটা শুদ্ধ জীবন সুরু করি। কখন কখন নিজেদের ক্ষমা করা কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রেরিত পৌল নূতন নিয়মে বলেছেন, "পশ্চাতের বিষয় ভুলিয়া গিয়া সম্মুখের বিষয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আমি লক্ষ্যের অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি।" (ফিলিপিয় ৩ : ১৪) পরিত্রাণ সম্বন্ধে সবচেয়ে মনোরম বিষয় এই যে ঈশ্বর আমাদের অতীত মুছে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন—আর কখনও স্মরণ করবেন না বলেছেন। "আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না।" (যিরমিয় ৩১ : ৩৪)

নূতন বিশ্বাসীদের একটা কাজ করা উচিত, যখনি সম্ভব হবে যার বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া বা তার ক্ষতি পূরণ করা। সক্কেয় একজন করগ্রাহক ছিলেন। তিনি তাঁর গৃহে খৃষ্টকে সাদরে নিয়ে গেছিলেন, বলেছিলেন, "প্রভু, দেখুন আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ এখন আমি দরিদ্রদের দান করিতেছি, আর যদি অন্যায় করিয়া কাহারও কিছু লইয়া থাকি এখন তাহার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিতেছি।" (লূক ১৯ : ৮)

লোকেদের উৎসাহ দেবার জন্য বলি, যে অনেক জঘন্য পাপী মন ফিরিয়ে মহা সাধু হয়ে গেছেন। সাধু অগাষ্টিনকে আদিম মণ্ডলী একজন মহান্ নেতা মনে করত'। তিনি যৌবনের বহু বছর স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। অনুতাপ করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা পেয়েছে এমন অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে দেখা যায় এদের মধ্যে কূপের ধারে নারীটি একজন, (যোহন ৪) মগ্দলিনী মরিয়ম, (লূক ৮ : ২) ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক (যোহন ৮ : ৩), আরো অনেকে।

ক্ষমা করার সমস্যা

কোন কোন ব্যক্তি অপরের দ্বারা অন্যায়ভাবে প্রপীড়িত হয়েছে। খৃষ্টের কাছে এসেও, তিক্ততা তাদের হৃদয় হতে সম্পূর্ণ চলে যায় নি। তারা বুঝতে পারে এটি একটি সাংঘাতিক ব্যাপার। যীশু প্রার্থনার উত্তর দানের প্রতিজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন, "আর যখন প্রার্থনা কর তখন যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করিও, মনে রাখিও না—মন হইতে দূর করিয়া দিও। যেন স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের দুর্বলতা এবং অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন ও ভুলে যান। কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। তোমাদের অন্যায় ও ত্রুটিও ক্ষমা করিবেন না।" (মার্ক ১১ : ২৫-২৬)

আমাদের সব সময়ে অপরকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যীশু এক ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের গুরুত্বপূর্ণ একটি রূপক কাহিনী বলেছিলেন, এক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধের সঙ্গতি না থাকায় তার প্রভু তাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু সেই হতভাগা অকৃতজ্ঞ বাইরে এসে একজন তার কাছে অল্প কিছু টাকা ধার নিয়েছিল, শোধ দিতে না পারায়, সে তাকে কারাগারে দেয়। অবশেষে এই দুষ্ট দাসের অকৃতজ্ঞতার কথা শুনে, তার প্রভু সে যতদিন না সব ধার শোধ করে দিল ততদিনের জন্যে তাকেও কারাগারে দিলেন। এই রূপকের দ্বারা প্রভু ক্ষমা করার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছেন। "তোমরা প্রত্যেকেই আপন ভ্রাতাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা না করিলে, আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন।" (মথি ১৮ : ৩৫)

এর মানে নয়, যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাদের সংগে আমাদের সম্পর্ক বদলাবে না। সে যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করে থাকে—তবে সেই দায়িত্বপূর্ণ পদে তাকে রেখে প্রলোভনের মধ্যে ফেলে দেওয়া—যুক্তি সঙ্গত নয়। সে আবার প্রলুব্ধ হতে পারে।

আবার কেউ কেউ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লোভী ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়ায় অপরের বিরুদ্ধে মহাপাপ করেও মন্দতায় অবস্থিতি করা সত্বেও নিজেকে নির্দোষী প্রতিপন্ন করতে চায় ঐ একই অধ্যায়ে এই রকম লোকেদের

বিষয় যীশু বলেছেন, "তাহাদের কথা যদি সে শুনিতে না চায়—শুনিয়া বাধ্য না হয় তবে মণ্ডলীকে বল ; যদি মণ্ডলীর কথাও শুনিতে না চায়, তবে সে তোমার কাছে বিজাতীয় এবং কর গ্রাহক স্বরূপ হউক।" (মথি ১৮ : ১৭)

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় সর্বসময়ে সকল ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে : 'তিক্ততার মূল যেন আমাদের হৃদয়ে বৃদ্ধি না পায়' (ইব্রীয় ১২ : ১৫) ক্ষমা চাওয়ার মুহূর্তেই ক্ষমা করতে হবে। বহুবার হয়তো সে আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছে তথাপি সে সব মনে না রেখে ক্ষমা করতে হবে। খৃষ্টের কারণে ঈশ্বর আমাদের বহু পাপ ক্ষমা করেছেন সেইজন্য আমাদের ভায়েদের ক্ষমা করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

খৃষ্টীয়ান সাথী মনোনীত করা

আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক জীবনে, অপিসে বা পথে ঘাটে বা প্রতিবাসীদের মধ্যে বহুজনের সংগে মিশতে হয়। বন্ধু মনোনীত করার ব্যাপারে ও আমোদ আহ্লাদে যোগদান করা আমাদের নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। সম-মনা লোকদের সংগেই লোকে মিশতে চায়। যে রকম বন্ধু আপনি নির্বাচন করবেন তার দ্বারাই আপনার ভাগ্যের অনেকাংশ নির্নীত হবে। খৃষ্টান বন্ধুদের পছন্দ না করে যদি পরজাতীয় বা জাগতিক বন্ধু নিরূপণ করেন, ধীরে ধীরে আপনিও তাদের মত হয়ে যাবেন। তার মানে নয় দৈনিক জীবনে যাদের সংস্পর্শে আসবেন তাদের এড়িয়ে চলবেন। যীশু পাপীদের সংগে আহার করেছিলেন, কেবল যেন তাদের লাভ করতে পারেন। আর একটি শুভ লক্ষণ যদি সাথীদের কাছে খৃষ্টের বিষয় সাক্ষ্যদানের স্বাধীনতা আপনি পান—তাদের দ্বারা চালিত না হয়ে বরং তখন আপনি তাদেরই নিজের দিকে আনতে পার্বেন। আপনি যে তাদের থেকে উঁচু বা ভাল এমন ধারণা তাদের মধ্যে আসতে দেবেন না—মনে রাখবেন আপনিও একজন পাপী কেবল মাত্র ঈশ্বরের করুণা ও প্রেমে পাপ থেকে উদ্ধার হয়েছেন।

জাগতিকতার সমস্যা

প্রত্যেক নূতন বিশ্বাসীর জাগতিকতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝা উচিত। বাইবেল জগতের সংগে মেলামেশার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে বলেছে। যাকোব নূতন নিয়মের একজন লেখক, তিনি যারা খৃষ্টকে স্বীকার করে অথচ জগতের মধ্যে ডুবে আছে, তাদের বিষয় খুব কঠিন মন্তব্য করেছেন।

> "ভ্রষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ, তোমরা কি জান না যে, জগতের সহিত বন্ধুত্ব ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের বন্ধু হইতে ইচ্ছা করে সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রুতে পরিণত করে।" (যাকোব ৪ : ৪)

জগতের সঙ্গে সখ্যতাকে যাকোব আত্মিক ব্যভিচার বলেছেন। আর যারা "জগতকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা ঈশ্বরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।" কোন খৃষ্টীয়ান ব্যাভিচারী হতে চান না। তথাপি প্রেরিত বলেছেন

জাগতিক খৃষ্টীয়ানরা তাই বটে। এর মানে বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে বাইবেল বলে—মণ্ডলী খৃষ্টের বধূ। পৌল ২ করিন্থীয় ১১ : ২ বলেন তাঁর দ্বারা যারা বিশ্বাসী হয়েছে তাদের, "সতী কন্যারূপে খৃষ্টকে" দান করেছেন। সেইজন্য খৃষ্টীয়ানের আরাধনা কেবল খৃষ্টের উদ্দেশ্যে হয়। এখন যদি কেউ তার মনোযোগ খৃষ্ট হতে নিয়ে জগতের ওপর ন্যাস্ত করে তবে ঈশ্বরের চোখে সে ব্যাভিচারী।

যীশু তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ কথায় তাঁর লোকেদের ও জগতের মাঝে যে পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন জগত খৃষ্টীয়ানের এই পৃথকীকৃত জীবন মেনে নেবে না।

> "জগত যদি তোমাদের দ্বেষ করে, ইহা জানিও, তোমাদের দ্বেষ করিবার পূর্বে সে প্রথমে আমাকে দ্বেষ করিয়াছে। তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে যাহা তাহার নিজের, জগত তাহা ভালবাসিত, কিন্তু তোমরা জগতের নও, বরং জগতের মধ্য হইতে আমি তোমাদের মনোনীত করিলাম, এইজন্য জগত তোমাদের দ্বেষ করে।" (যোহন ১৫ : ১৮–১৯)

প্রেরিত যোহন খৃষ্টীয়ানদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন কেউ জাগতিক বিষয়ের ওপর অনুরাগ স্থাপন না করে, করলে—পিতার প্রেম তার অন্তরে থাকবে না।

> "তোমরা জগত এবং জগতে অবস্থিত কোন কিছুই প্রেম করিও না। জগতকে যে প্রেম করে, পিতার প্রেম তাহার অন্তরে থাকে না। কারণ জগতে যাহা কিছু আছে—দৈহিক অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ ও সংসার সংক্রান্ত অলীক গর্ব—এই সমস্ত পিতা হইতে নয় কিন্তু জগত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। জগত ও তাহার অভিলাষ লোপ পাইতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে চিরস্থায়ী।" (১ যোহন ২ : ১৫–১৭)

তবে খৃষ্টীয়ান কি যতটা পারে নিজেকে জগত থেকে সরিয়ে নেবে—এই কি বোঝায়?

ঠিক তার উল্টো—খৃষ্ট আমাদের উদাহরণ। তিনি পাপীদের সংগে ও জগতের লোকদের সংগে স্বচ্ছন্দে মিশতেন। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মনেতাদের প্রধান দোষারোপ ছিল, যে তিনি পাপীদের সংগে আহার করেন। (মথি ৯ : ১১) ভ্রান্ত ব্যক্তিদের লাভ করতে হলে, তারা যেখানে—সেখানে আমাদেরও যেতে হবে। প্রায়ই খৃষ্ট পাপীদের সংগে থাকতেন কিন্তু কখনও তাদের কাজের ভাগী হননি। পাপীরা তাঁর সান্নিধ্যে এসে

নিজেদেরকে পাপ সম্বন্ধে অপরাধীই মনে করত'। আর তাদের মন্দ জীবন পরিবর্তনের জন্য তারা সাহায্য চাইত। ধীবর শিমোন পিতর গভীর চেতনায় অভিভূত হয়ে একবার চীৎকার করে বলেছিল, "আমার নিকট হইতে চলিয়া যান, প্রভু, কারণ আমি পাপী।" (লূক ৫ : ৮) খৃষ্ট যেন সত্যই চলে যান পিতর তা মোটেই চায় নি, খৃষ্ট পিতরকে দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষই ধরিবে।" (লূক ৫ ১০)

সত্যই পিতর শেষে একজন শ্রেষ্ঠ আত্মা-জয়ী হয়েছিলেন অর্থাৎ বহু লোককে ভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়েছিলেন কিন্তু তার জন্যে তিনি কারুর সংগে আপোষ করেন নি, বা পুরানো পথে ফিরে যান নি। তাঁর লেখা পত্রিকাতে তিনি বলেছেন, "ভ্রষ্টাচার, কু-অভিলাষ, মত্ততা, ভোজন-বিলাস পানোৎসব এবং অবৈধ প্রতিমা পূজার পথে চলিয়া বিজাতীয়দের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের জীবনের যে কাল অতীত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। আর তোমরা যখন তাহাদের সহিত একযোগে সেইরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খলতার পথে দৌড়াও না, তখন বিস্মিত হইয়া তাহারা তোমাদের অপবাদ করে।" (১ পিতর ৪ ; ৩-৪)

জগতের মন্দতা হতে সরে আসা মানে নয় জগত হতে সরে যাওয়া। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ সুরুচি সম্পন্ন ও সুসভ্য হওয়া উচিত। প্রেরিত পিতর এ বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন ১ পিতর ৩ : ৩-৪ পদে ও প্রকৃত সৌন্দর্য যে হৃদয়ের অভ্যন্তর হতে আসে, সাজ পোষাকে আসে না সে বিষয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

যে কোন রকম পোষাকেই সজ্জিত হন না কেন মনে রাখবেন তাতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। ক্রুশে খৃষ্টের মৃত্যুই কেবল আপনাকে মুক্তি দিতে পারে। পোষাকের ওপর যত কম জোর দেবেন ততই ভাল। কি করবেন বা না করবেন সে বিষয়ে যদি স্থির করতে না পারেন তবে পুরোহিতের সংগে কথা বলা ভাল। ১ম করিন্থীয় ৮ : ১৩ ও ১০ : ৩২-৩৩ এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মার ফলগুলির প্রয়োজনীয়তা

ফলের দ্বারাই পরিচয় পাবেন। ("ফলেন পরিচীয়তে") নবজন্ম লাভের পর ঈশ্বরকে তাঁর পবিত্র আত্মায় আপনাকে পূর্ণ করতে অনুরোধ করুন। প্রত্যেক খৃষ্টীয়ানের জীবনে আত্মার ফল দেখতে পাওয়া চাই।

যীশু এই শিক্ষা দিয়েছেন যে মানব চরিত্র মানব জীবনে পবিত্র আত্মার ফলের দ্বারাই বিচারিত হয়। আরো বলেন, বিচার দিনে অনেকে বলবে তারা ভাববাণী করেছে, তাদের আরোগ্যকারী শক্তি আছে, এমন কি অলৌকিক কাজও করেছে এইসব বলে তারা যে প্রকৃত বিশ্বাসী তাই প্রমাণ করতে চাইবে। তথাপি তারা অধর্মচারী বলে বিচারিত হবে।

"যাহারা আমাকে প্রভু, প্রভু বলে, তাহারা প্রত্যেকে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে এমন নয়, বরং যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই প্রবেশ করিবে। অনেকে সেইদিন আমাকে বলিবে, প্রভু, প্রভু আপনার নামে আমরা কি ভাববাণী বলি নাই, আপনার নামে কি মন্দ-আত্মা দূর করি নাই, আপনার নামে কি অনেক পরাক্রম-কার্য করি নাই? তখন আমি তাহাদের স্পষ্টই বলিব, আমি তোমাদের কোন কালেই জানিতাম না; আমার নিকট হইতে দূর হও—তোমরা অধর্মচারী, আমার আদেশ অমান্য করিয়াছ।" (মথি ৭ঃ ২১-২৩)

তবে খৃষ্টের প্রকৃত অনুগামীদের প্রমাণ কি? প্রভু আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখেন নি প্রকৃত প্রমাণ—তাদের কাজের ফলের দ্বারা পাওয়া যায়।

"ভণ্ড ভাববাদীদের বিষয়ে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আসে, কিন্তু অন্তরে তাহারা লোলুপ নেকড়ে—বাঘ। তোমরা তাহাদের ফল দ্বারা তাহাদের চিনিতে পারিবে। লোকে কি কন্টকলতা হইতে আঙ্গুর কিংবা শিয়াল কাঁটা হইতে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে? সেইরূপে প্রত্যেক ভাল গাছে উত্তম ফল ধরে—প্রশংসাযোগ্য ফল কিন্তু খারাপ গাছে মন্দ ফল ধরে সেগুলি কোন কাজের নয়।" (মথি ৭ঃ ১৫-১৭)

এর অর্থ খুব সোজা যদি কোন ব্যক্তি, অলৌকিক দানসমূহ প্রকাশ করে অথচ ফল উৎপাদন কর্তে পারে না—তাকে অনুসরণ করা উচিত নয়। সাধু পৌলও এ বিষয় সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আত্মার বিভিন্ন

দান সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন বিশ্বাসীদের সবচেয়ে উত্তম ও প্রয়োজনীয় দানগুলির সংগে ফলগুলিও পেতে চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ দানগুলিতে তাদের লাভ হবে না। "ঐকান্তিক বাসনায় ও প্রাণপণ চেষ্টায় শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও সর্বোচ্চ [দানগুলি] এবং সবচেয়ে মনোলোভা [অনুগ্রহগুলি] জিনিস পেলেও আমি আপনাদের আরো উত্তম একটি পথ দেখাব—যেটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে উচ্চ [প্রেম] পৌল আরো—এই আরো শ্রেষ্ঠ দান ও তার প্রকাশ বা ফলের বিষয় বলতে থাকেন।

> "যদি আমি মনুষ্যদের এবং দূতগণেরও ভাষায় কথা বলি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, [সেই যুক্তিপূর্ণ, ইচ্ছাকৃত, আত্মিক আরাধনা যা নাকি আমাদের অন্তর হতে ঈশ্বরের প্রেমে অনুপ্রাণিত—সেই প্রেম] তবে আমি নিনাদকারী ঘন্টা অথবা ঝন্ ঝন্‌কারী করতাল মাত্র। আর যদি ভাববাণী বলিতে সক্ষম হই—যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তর্জমা করার দান থাকে যে আমি পর্বত স্থানান্তরিত করিতে পারি অথচ আমার প্রেম [আমাতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম] না থাকে, তবে আমি কিছুই নই একটি অপদার্থ ব্যক্তি। আমার যথাসর্বস্ব যদি দরিদ্রদের আহারের জন্য বন্টন করিয়া দিই এবং দগ্ধ হইবার জন্য আপন দেহ সমর্পণ করি, অথচ আমার প্রেম [ঈশ্বরের প্রেম আমার মধ্যে] না থাকে তবে আমার কিছুই লাভ নাই।"
> (১ করিন্থীয় ১৩ : ১-৩)

ভাববাণীর দান এবং নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝতে পারার দান ও প্রেম বিহনে যথেষ্ট নয়

ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভাবোক্তি, সুদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে সেগুলির বিষয় ভবিষ্যতবাণী বলা হয়তো শাস্ত্র হতে প্রত্যাদেশের সবচেয়ে বড় প্রমাণ; যদিও ভাববাদীরা নিজেদের ভাববাণী সম্বন্ধে খুব কমই বুঝে থাকেন (১ম পিতর ১ ১০-১২) তবু পৌল জোর দিয়ে বলেছেন যদি ভাববাদীর সব ভাববাণী বোঝার এমন কি নিগূঢ়তত্ত্ব বোঝারও ক্ষমতা থাকে আর যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে কোন লাভ হয় না।

শহীদের মৃত্যুও প্রেমবিনা মূল্যহীন

প্রেরিত পৌল একটা লোকের বর্ণনা দেন—সে তার যথা সর্বস্ব দরিদ্রদের আহারের জন্য বন্টন করে দেয়, এমন কি শহীদত্বের যন্ত্রণা ভোগ করতে রাজী হয়। যদি কেউ সুসমাচারের জন্য নিজের জীবন দান

করে—সে খৃষ্টের শিষ্যদের মর্যাদা তালিকায় উর্দ্ধ পদ প্রাপ্ত হয়—নিশ্চয়ই। যখন স্তিফান সুসমাচার বৈরীদের দ্বারা প্রস্তরাঘাতে প্রাণ দেন, তিনি খৃষ্টের দর্শন পান যেন খৃষ্ট তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য ঈশ্বরের দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছেন। স্তিফানের শত্রুদের জন্য হৃদয় প্রেমে ভরা ছিল, তিনি প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন এই বলে, "প্রভু এই পাপ ইহাদের উপর অর্পণ করিওনা—তাহাদের এই পাপ ধরিওনা। এই বলিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।" (প্রেরিত ৭ : ৬০) তাঁর প্রার্থনার উত্তর এসেছিল হত্যাকারীরা তাদের বস্ত্রাদি দলনেতা শৌলের জিম্মায় রেখেছিল আর সেই শৌলই পরে মন পরিবর্তন করে। সেই শৌলই পৌল—। তিনি খৃষ্ট-ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হন।

তথাপি এই শহীদত্বও, প্রেম বিনা যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন মতবাদীরাও অনেক কষ্ট সহ্য করে, ব্যক্তিগতভাবে বিপদ বরণ করে, আবার কখনও সেই কারণে মৃত্যুও বরণ করে। কেন করে? প্রেমের জন্য নয়। নানারূপ মিশ্রিত উদ্দেশ্য থাকাই এর কারণ। সেই কারণে সে মরতেও পারে কিন্তু প্রেম প্রবুদ্ধ হয়ে সে একাজ করেনি, তার নিজের স্বার্থজড়িত উদ্দেশ্যে করেছে।

প্রেমের প্রয়োজনীয়তা

প্রেরিত পৌল প্রতি খৃষ্টীয়ানের জীবনে প্রেমের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব দেখে. এই বিরাট প্রেমের বিশ্লেষণ করে, এর প্রকৃত মানে দেখিয়ে দিয়েছেন। পৌলের এই বিশ্লেষণে আমরা দেখি আত্মার যেমন নয়টা ফল আছে, তদ্রূপ ঈশ্বরীয় প্রেমে নয়টা বস্তুর মিশ্রণ আছে। একটি একটি করে লক্ষ্য করি আসুন। আজ মণ্ডলীতে এগুলির জন্য বিশেষ অনুগ্রহ দরকার।

১। ধৈর্য—প্রেম সহিষ্ণু

> প্রেম দীর্ঘসহিষ্ণু, ধৈর্যশীল এবং প্রেম সদয়, ... যা কিছু আসুক না কেন, যে ভাবেই আসুক না কেন, সকলই সহ্য করে প্রত্যেকের যা কিছু ভাল তাহা বিশ্বাস করিতে সদা প্রস্তুত, সর্বাবস্থায় প্রেমের আশার বস্তুগুলি অমলিন থাকে এবং সকলই সহ্য করে (দুর্বল হয়ে পড়ে না) ১ম করিন্থীয় ১৩ : ৪, ৭

প্রেম মানুষকে ধৈর্য ধরার শক্তি দেয় যখন সবকিছু বিপরীত পথ নেয়- উল্টোপাল্টা হয়ে যায় তখনও প্রেম মানুষকে ধৈর্যশক্তি দান করে। অপরে যখন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখন শান্ত সমাহিত থাকার শক্তি দেয়। অনেক লোকের অসাধারণ গুণাবলী ও পারকতা আছে কিন্তু বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হলে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। একমাত্র পথ তারা জানে—"চীৎকার করে তিরস্কার করা।"

ধৈর্য প্রেমের একটি বিশেষ অঙ্গ। মানব যে কত সীমিত ও দুর্বল প্রেম তা বিবেচনা করে। প্রেম, প্রতি মানবের কল্যাণ কামনা করে। দেখুন, মায়ের প্রেম কিভাবে এই গুণটি প্রকাশ করে। মা যে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন সেই সন্তান খারাপ হয়ে গেলে—সকলে তার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেও মা তার জন্যে বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করে থাকেন। এবং প্রায়ই তাঁর প্রার্থনার উত্তর আসে! ঈশ্বরীয় প্রেমের একটি গুণ ধৈর্য। আজ আমাদের মণ্ডলীতে এটি কত দরকার।

২। সদাশয়তা—প্রেম সদয়

সদাশয়তা প্রেমের কাজ দ্বারা প্রকাশিত হয়। দয়ালু ব্যক্তি জ্ঞাতসারে কাউকে আঘাত করে না। কাউকে সহ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ দিয়ে আনন্দ পায় না। সদাশয়তা আপনাকে, যে খ্রষ্টের সেবা আপনি করেন তাঁর কাছে অপরকে আনতে সাহায্য করে। অপরের অভাবের বিষয় চিন্তা করাই খ্রীষ্টীয় প্রেমের প্রথম প্রকাশ। মনে রাখবেন আপনি খ্রষ্টের প্রতিনিধি। এমন ভাবে কাজ করবেন যেন লোকে আপনার মধ্যে খ্রষ্টকে দেখে আপনার মত হতে চাইবে।

৩। মঙ্গল কামনা—প্রেম ঈর্ষা করে না

"প্রেম কখনও ঈর্ষা করে না বা হিংসাতে জ্বলে না" (১ করিন্থীয় ১৩ : ৪)

বর্তমান জগতের মানুষ কেবল নিজেদের বিষয় চিন্তান্বিত। অপরের কি আছে এবং তারা কি করে তাই লক্ষ্য করে হিংসা করা সহজ। কিন্তু সেটা ঈশ্বরের পথ নয়।

আমাদের প্রতিবাসীরা কঠিন পরিশ্রম করে যদি নতুন নতুন জিনিষ কিনতে সক্ষম হন। ওরা কিনতে পারছে, আমরা পারছি না ভেবে আমাদের হৃদয়ে ঈর্ষা পোষণ করা উচিত নয়। তাদের সৌভাগ্যের জন্য বরং তাদের সঙ্গে আমাদের আনন্দ করা উচিত। প্রেমে ঈর্ষা নেই, আর শাস্ত্র বলে, আমাদের প্রতিবাসীদের আত্মতুল্য প্রেম করা উচিত। খৃষ্ট বলেন মানব জীবন প্রাচুর্যে ভরা উপ্‌চে পড়া সঞ্চয়ী জীবনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা তার প্রয়োজনের অতিরিক্তর জন্য নয়।

বর্তমান জগতে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সাফল্যের জন্য লড়াই। আত্মিক জগতে আবার আরো বিপদজনক বিষয় আছে। কেউ কেউ সবচেয়ে বড় প্রচারক বা গায়ক বা মণ্ডলীর সুপরিচিত সভ্য হতে চাওয়ায়, ঈশ্বরকে অন্যান্য লোকের জীবনে, সংস্থায় বা সঙ্ঘে কাজ করতে দেখে, মোটেই আনন্দ অনুভব করেন না। তাঁরা মনে করেন, কেবল তাদের নিজস্ব মণ্ডলীর বা সংস্থার ঈশ্বরের কাজে উন্নতি করা উচিত। কিন্তু খৃষ্টের প্রেম অপরকে আশীর্বাদ পেতে দেখলে ঈর্ষা করে না। রোমীয় ১২ অধ্যায় বলে "তেমনি অগণিত যে আমরা, আমরা খৃষ্টমশীহতে এক দেহ, এবং ব্যক্তিগতভাবে একজন অপরজনের অংশ—পরস্পর পরস্পরেতে নির্ভরশীল······পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও—এক পরিবারের লোক জেনে—সম্মান প্রদর্শনে একজন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর।"

সময় সময় শয়তান আমাদের নিজের দলকে অপর দল হতে শ্রেষ্ঠ দেখাবার জন্যে নীতি বিরুদ্ধ কাজ করতে আমাদের প্রলুব্ধ করে। এমন কি হয়তো আমাদের অলক্ষ্যে কাজ করে। প্রতিনিয়ত তাই আমাদের বাসনাগুলিকে প্রশ্ন করা উচিত। শাস্ত্রের বচন মনে রেখে নিজেদের নম্র রাখা উচিত। যদি কেউ অন্যায় করে আমাদের একপাশে সরিয়ে রাখে, আমাদের মধ্যে শয়তান তখন নৈরাশ্য আনতে চাইবে, মনে হবে আমাদের পরিশ্রম কেউ স্বীকার করল' না। কিন্তু মনে রাখতে হবে—অন্যরা স্বীকৃতি পেল আর আমরা পেলুম না বলে যেন হিংসা না করি। গীত রচক ৭৫ ঃ ৬-৭ পদে বলেন, "কেননা উদয় স্থান হইতে, কি পশ্চিম হইতে, অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতিলাভ হয়, এমন নয়। কিন্তু ঈশ্বরই বিচার কর্তা ; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।" প্রেমের নিয়ম

মনে রেখে আমাদের যোগ্যতার স্থিরী করণ ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ঈশ্বর বলেন, যদি আমরা দাবী করি আমাদের পুরস্কার এখানেই পেতে পারি কিন্তু স্বর্গে তাহলে কিছুই পাব না। সেদিন ঈশ্বর আমাদের স্বর্গীয় পুরস্কার দেবেন। নম্রদের তিনি মহান করবেন, আর যারা নিজেদের বড় ভাবত' তাদের নত করবেন।

মনে রাখবেন, প্রেম ঈর্ষা ও হিংসা শূন্য। আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজে পবিত্রতাই প্রেমের সুবাস। অপরের জন্য যখন কথায় ও কাজে চিন্তা করব তখনই প্রেম কাজে লাগবে, আর তখন হিংসা ও দ্বেষের স্থান থাকবে না।

৪। নম্রতা—প্রেম আত্মাভিমানী বা গর্বী নয়

"প্রেম আত্মাভিমানী নয়—গর্বেতে উদ্ধত ও স্ফীত নয়।"

মণ্ডলীর যে ক্ষমতা আছে তারচেয়ে বেশী ক্ষমতা দিতে ঈশ্বরের ঐকান্তিক বাসনা। তাই তিনি বলেছিলেন, "পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে অবতরণ করিলে তোমরা শক্তি—যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, যিরূশালেমে, সমুদয় যিহুদা ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হইবে।" (প্রেরিত ১:৮) সমস্ত জগতে সুসমাচার প্রচার করতে হলে মণ্ডলীর শক্তি চাই। কিন্তু এর প্রধান বাধা এই যে ঈশ্বর খুব কম লোকের উপরই নির্ভর করতে পারেন। প্রায়ই কোন লোক যদি একবার প্রভাব বিস্তারে সাফল্য পায়, তাকে সহ্য করা কঠিন হয়। ক্ষমতার পশ্চাতে দৌড়ানর জন্য সে অন্যদের অধিকারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। অপরে যে তাকে সাহায্য করে সফলতার অধিকারী করেছে ভুলে যায়। এবং সবচেয়ে বেশী ঈশ্বর বিহনে সে যে কিছুই নয় তাও ভুলে যায়। মানুষের মধ্যে যা কিছু ভাল অহংকার তা নষ্ট করে।

শাস্ত্র বলে আমাদের নিজেদের উচ্চ করা উচিত নয়—"যে কেহ নিজেকে উচ্চ করিবে সে নত হইবে·········যে কেহ নিজেকে নত করিবে [যে নিজে নম্র এবং সেইমত ব্যবহার করে] তাকে উচ্চ করা যাইবে—পদমর্যাদায় উচ্চ করা হবে।" তবে যদি কারুর বিশেষ

ক্ষমতা থাকে—গান গাইবার, সর্বসমক্ষে কথা বলার, আত্মাদের খৃষ্টের জন্য লাভ করার, সে যদি বিনয় কোরে অন্যদের ঐসব গুণ নেই বলে নিজেকে ঐসব কাজ থেকে সরিয়ে রাখে, তবে অন্যায় করবে।

অশুচি উচ্চাকাঙ্খাও ঈশ্বরীয় প্রেমের দ্বারা নিরাময় হয়। প্রেম আত্মাভিমানী বা গর্বী নয়। ঈশ্বর যখন মিশর হতে তাঁর লোকদের বার করে আনতে চাইলেন তিনি উচ্চাকাঙ্খী কোরহকে নেতা না করে জগতের সবচেয়ে নম্র লোক মোশিকে নেতা করলেন।

"মোশি জগতে স্থিত সকল মনুষ্য অপেক্ষা অধিক মৃদুশীল (ধীর, দয়ালু ও নম্র) ছিলেন।" (গণনা ১২ : ৩)

(যাত্রা ৩২ : ৯-১০) এখানে এক ব্যক্তির বংশ হতে ঈশ্বর এক নতুন জাতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিনয়ী লোকটি সে প্রস্তাবে রাজী হয়নি। তার নম্রতার কারণ ঈশ্বর তাকে উচ্চীকৃত করেছিলেন। মিশর দেশ থেকে তাঁর লোকদের বার করে আনার জন্য তাকেই তাদের উদ্ধার কর্তা করেছিলেন। খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে যতগুলি সুন্দর গুণ পাওয়া যায় নম্রতা তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর গুণ।

৫। *বিনয়ী—প্রেম অশিষ্টাচরণ করে না*

"প্রেম.........অভদ্র নয় (দুর্বিনীত) অশোভন ব্যবহার করে না।"

প্রেম তার ব্যবহারের নমুনার দ্বারাই নিজেকে প্রকাশ করে। আমরা আধুনিক ভদ্রতার বিষয় বলছি না কিন্তু সাধারণ সৌজন্যতার বিষয় বলছি। প্রকৃত বিনয় সামাজিক রীতিনীতি, চালচলন হতে অনেক বেশী। একজন নারী শিষ্টাচারের পুস্তক বহন করা সত্বেও ভদ্রতা বিরুদ্ধ জ্বালাদায়ক বাক্যধারা নিজের জিহ্বার অপব্যবহার করতে পারেন। একজন স্বামীর মণ্ডলীতে খুব ভাল নাম থাকা সত্বেও টাকা পয়সার ব্যাপারে কার্পণ্যে তিনি গৃহে তাঁর স্ত্রীর প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলতে পারেন। জীবনের প্রত্যেক পর্যায়ে প্রকৃত শিষ্টাচার নিজেকে ফুটিয়ে তোলে। মনিবকে তার কর্মচারীর প্রতি ঠিক যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, করাবে। শিষ্টাচার

খৃষ্টীয়ানকে অপরের দোষ নিয়ে আলোচনায়— বিদ্বেষ রহিত ভাবে অর্থাৎ অশুভ কামনা না নিয়ে করাবে।

৬। স্বার্থহীনতা—প্রেম স্বার্থপর নয়

"প্রেম.........নিজের অধিকারের বা নিজের মতের ওপর জোর দেয় না, কারণ প্রেম স্বার্থ চেষ্টা করে না।"

পৌল সেবাকাজের বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, "সকলে শ্রীষ্ট যীশুর যিনি মশীহ তাঁর বিষয় নয়, কিন্তু [আগে] নিজেদের বিষয় অন্বেষণ করে।" (ফিলিপীয় ২ : ২১) স্বাভাবিক মানুষের স্বভাবই এরূপ। কিন্তু প্রেম কখনও আত্ম চেষ্টা করে না। আজ যদি লোকেরা নিজের জন্য নয় কিন্তু খৃষ্টের জন্য মণ্ডলী গাঁথে তবে নিশ্চয়ই একটা মহা আলোড়ন মণ্ডলীর মধ্যে আসবে। এই প্রেমই পৌলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমি সকলি ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম—যে অমূল্য অধিকার পাইলাম—যে বহুমূল্যতায় আচ্ছন্ন হইলাম তা অতি উৎকৃষ্ট ও মহা লাভজনক আমি যীশু খৃষ্টকে প্রভু বলে জানায় ধাপে ধাপে আরো গভীরভাবে ও ঘনিষ্টভাবে তাহার সহিত পরিচিত হইলাম, তাঁহাকে উপলব্ধি করিলাম, এবং আরো পরিপূর্ণরূপে ও পরিষ্কারভাবে তাঁহাকে চিনিলাম ও বুঝিলাম। তাহারই কারণে আমি সমস্ত ত্যাগ করিলাম। সেগুলি নিতান্ত আবর্জনা স্বরূপ মনে করি যাহাতে খৃষ্টকে—অভিষিক্ত ব্যক্তিকে লাভ করিতে পারি।" (ফিলিপীয় ৩ : ৮) যদি আত্মার দানগুলি পরাক্রমের সংগে ব্যবহৃত হতে দেখতে চান তবে আজ এই প্রেম মণ্ডলীর দরকার।

৭। মেজাজ—প্রেম উত্তেজিত হয় না

"প্রেম ....অভিমানী বা বদমেজাজী নয় বা বিরক্তও হয় না।"

এখানেই প্রকৃত ভালবাসার প্রমাণ। পৌল বলেননি যার মধ্যে প্রেম আছে সে কখনও উত্তেজিত হবেনা। সময় সময় খৃষ্টও হয়েছিলেন।

একসময় কতকগুলি দড়ির টুকরা নিয়ে তিনি চাবুক করে পোদ্দারদের মন্দির হতে বার করে দেন। (যোহন ২ : ১৫) কিন্তু তাঁর মত কেউ মহত্তর প্রেম দেখাতে পারেনি।

ঈশ্বরীয় প্রেমের অধিকারীরা সহজে উত্তেজিত হয় না। কোন কোন নামধারী খৃষ্টীয়ানকে একটুতে সাংঘাতিক রাগ করতে দেখা যায়। তারা সাংঘাতিক অভিমানী, সামান্য ব্যাপার সহ্য করতে না পেরে রেগে যায়। এইরূপ দ্রুত ক্রোধীরা অপরকে রাগী বলে দোষী করে—কারণ সে নিজে সে বিষয়ে দোষী। যে ব্যক্তি ক্রোধকে নিজের বশে রাখে সেই উপস্থিত অবস্থাকে দমন করতে পারে।

যদি কেউ মনে করেন যে দ্রুত ক্রোধ ঈশ্বরের কাজের জন্য ক্ষতিকারক নয় তাঁর (যাকোব ১ : ২০) পদ পড়া দরকার "কারণ মানুষের ক্রোধে ঈশ্বরের [ইচ্ছানুযায়ী বা তিনি যেভাবে চান] বৃদ্ধি পায় না।"

৮। প্রেম অপকার গননা করে না

প্রেম....... তার প্রতি কতটা মন্দ করা হল তার হিসাব রাখে না—
অন্যায় সহ্য করতে হলেও তাতে মনোযোগ দেয় না।"

প্রেম অশুভ কামনা করে না। দুঃখের বিষয় কোন কোন ব্যক্তি সর্বদা সন্দেহের মধ্যে বাস করে। নিজেরা চতুর হওয়াতে স্বভাবতঃ অপরের বিষয় সন্দেহপ্রবণ। কারণ নিজেরা যা করত' ভাবে অপরেও বুঝি ঠিক তাই করছে।

সমগ্র মানব, আপনি যে ভাবে তাদের বিষয় মনে করবেন তারা ঠিক সেইভাবে সাড়া দেবে। তাদের বিশ্বাস করুন তারাও সেই বিশ্বাস রক্ষা করতে প্রাণপণ করবে। সর্বদা সবাই বিশ্বাস রক্ষা করবে না, হয়তো কেউ কেউ বিশ্বাস ভঙ্গ করবে। তথাপি শেষ পর্যন্ত যারা অপরকে বিশ্বাস করে তারাই উত্তম বলে গণিত হবে।

খৃষ্ট যেমন আপনাকে ক্ষমা করেছেন সেরূপ যদি কেউ আপনার প্রতি অন্যায় করে থাকে তার অন্যায়গুলি ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

একসময় যীশুর শিষ্য পিতর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কতবার আমরা একজনকে ক্ষমা করিব? সাতবার কি? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমি বলিনা যে সাতবার, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার।" (মথি ১৮ : ২২)

৯। প্রেম অধার্মিকতায় আনন্দিত হয়না কিন্তু সত্যের পক্ষে আনন্দ করে

"প্রেম অন্যায় ও অধার্মিকতায় আনন্দিত হয় না কিন্তু ন্যায় ও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দিত হয়।"

এমন লোকও আছে যারা অপরের মন্দ সংবাদে ভারী খুসী হয়। এমনকি যখন কেউ কোনরূপে পতিত হয় তারা ভাবে ঐ লোকটির পতনে তাদের লাভ, তাই গর্ব অনুভব করে। প্রকৃত খৃষ্টীয় প্রেম মন্দের সংগে আনন্দ না করে সত্যের সংগে আনন্দ করে। পুরাতন নিয়মে দায়ূদ যখন তার শত্রু শৌলের মৃত্যু সংবাদ শুনেছিল, তখন আনন্দ না করে বিলাপ করেছিল।

"হে ইস্রায়েল, তোমার উচ্চস্থলীতে তব তেজ নিহত হইল। কেমন করে বীরগণ নিপাতিত হইলেন? গাতে সংবাদ দিও না, অস্কিলোনের পথে প্রকাশ করিও না, পাছে পলেষ্টীয়দের কন্যাগণ আনন্দ করে, পাছে অচ্ছিন্নত্বক্‌দের কন্যাগণ উল্লাস করে।" (২ শমুয়েল ১ : ১৯-২০)

যদি কাউকে পতিত হতে দেখি, অপকার করার মানসে তার দুর্বলতা দেখিয়ে দেওয়া উচিত নয় কিংবা তাকে যেন ঘৃণা না করি অথবা নিজেদের যেন তার থেকে কোন অংশে উচ্চ মনে না করি। কিন্তু আমাদের তার জন্যে দুঃখিত হওয়া এবং তার জন্য প্রার্থনা করা উচিত ও সম্ভব হলে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করা উচিত। খৃষ্ট পৃথিবীতে থাকাকালীন কোন মানুষের পতনে কখনও সুখী হন নি। তিনি চান নি যেন কেউ বিনষ্ট হয়। প্রভুর সেই ভাব আমাদের নেওয়া উচিত।

সংক্ষিপ্ত সার

মণ্ডলীতে মহাপরাক্রম আসার সংগে সংগে, পবিত্রতা ও আত্মার ফলগুলির ওপর জোর দেওয়া উচিত। পবিত্র আত্মা ও তার দানগুলি কার্যকরী করার বদলে সেই জায়গায় সস্তা, নকল পন্থা উদ্ভাবন করে ও চমকপ্রদ কিছু করে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা ভাল লক্ষণ নয়। মানবীয় আকাঙ্খা দমন করতে না পারলে, সেটি ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হতে পারে। ঈশ্বরীয় প্রেমকে প্রবাহিত হতে দিন। আমাদের সেবাকাজ যেন নম্রতায় পূর্ণ হয়ে আমরা শেষ করতে পারি। তখন আমরা দেখতে পাব খৃষ্টীয়ানেরা শক্তি সম্পন্ন হয়ে এগিয়ে আসছে। আর ঈশ্বরের আত্মার দানগুলিকে পবিত্রতায় ও সৌন্দর্যে আমরা ব্যবহার করতে পারব'। তখন মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচারের অভিযান পূর্ণ করবে এবং যীশু খৃষ্ট যিনি বররূপে ফিরে আসছেন তার জন্যে প্রস্তুত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খ্রষ্টের পক্ষে সাক্ষ্যদান

সাক্ষ্যদানের মানে কি ?

"যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরীয়াদেশে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হইবে।" (প্রেরিত ১ । ৮)

সাক্ষ্যদান মানে আপনি কি জানেন, তা অপরকে বলা। প্রত্যেক খৃষ্টীয়ানের অপরকে খৃষ্টের বিষয় বলা একটি অধিকার ও দায়িত্ব। আমাদের পরিবার আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গকে সুযোগ পেলেই আমাদের বলা উচিত। এখানে সাক্ষ্যদানের সাহায্যার্থে কয়েকটি সংকেত দেওয়া হল।

(১) প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার একটি সমর্পিত ঈশ্বর প্রেমী হৃদয়ের প্রয়োজন। কারো কাছে সাক্ষ্য দানের পূর্বে প্রার্থনা করবেন যেন পবিত্র আত্মা আপনার অন্তরে থেকে কথা বলেন এবং আপনাকে উপযুক্ত বাক্য বলতে সাহায্য করেন। তারপর আরো প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনি যাদের সাথে কথা বলবেন তাদের হৃদয় ও অন্তঃকরণ আকর্ষন করেন, তারা যেন কেবল শ্রোতা মাত্র না হয়। কিন্তু বাক্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, ও তাদের হৃদয় খৃষ্টের জন্য উন্মুক্ত করে। ঈশ্বর আপনার আগে আগে গমন করবেন এবং আপনি যাদের সংগে কথা বলবেন তাদের হৃদয়ও স্পর্শ করবেন।

প্রার্থনা বিহনে আপনি ক্ষমতাহীন হয়ে যাবেন! যতই আপনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেবেন ততই আপনার জীবনে সাক্ষ্যদানের শক্তি বৃদ্ধি

পাবে। যখন আপনি ঈশ্বরকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন তখন তিনিই আপনাকে আত্মিক ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন এই বিশ্বাসে যাবেন।

(২) তর্ক করবেন না। পরিত্রাণ একজন ব্যক্তিতে নিহিত—তিনি যীশু খৃষ্ট। সাক্ষ্যদান মানে যীশু খৃষ্টকে অপরের কাছে পরিচিত করা। তারা হয়তো তাঁর বিষয় জানেন কিন্তু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন না। যখন কোন ব্যক্তি যীশু খৃষ্টকে তার আত্মায় এবং জীবনে গ্রহণ করে—তখন সে খৃষ্টীয়ান হয়। সংক্ষেপে খৃষ্টকে গ্রহণ করার কারণগুলি :—

ঈশ্বর তিনি সত্য ঈশ্বর, সমস্ত ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা তিনি মানুষকে ঈশ্বরের বন্ধু ও সাথীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বহুপূর্বে শয়তান সেই মন্দ ব্যক্তি, যে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করেছিল—মানুষের কাছে বলেছিল যদি সে ঈশ্বরকে ত্যাগ করে তবে সে নিজেই ঈশ্বরের মত হতে পারে—জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে। সেইজন্য মানুষ ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে নিজেকে পৃথক করতে চাইল। কিন্তু পৃথক হয়েই মানুষ দেখল ঈশ্বরের সংগে বন্ধুত্ব হারিয়ে, তার জীবন অসার ও শূন্য হয়ে গেছে। ঈশ্বরের মত হওয়া দূরে থাক দেখল—সে নিজেই পতিত হয়ে গেছে। আর সে ঈশ্বরের সঙ্গে চলতে ও কথা বলতে পারল না। যেদিন মানুষ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতি হতে বহিষ্কৃত হল সেদিন হতে আজ পর্যন্ত মানব ইতিহাস হল দুঃখ ও নৈরাশ্যময়।

সব থেকে সাংঘাতিক বিষয় মানুষের দেহ যখন মরে যায় তার আত্মা [ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়] যে রাজ্যে কল্পনাতীত শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে, ঈশ্বরের সেই রাজ্যে বাস করতে পারে না, বরঞ্চ শয়তানের রাজ্য [যাকে নরক বলে] যেখানে কেবল বিশৃঙ্খলা ঘৃণা এবং মন্দতা রাজত্ব করছে সেখানে যায়। ঈশ্বর মানুষকে খুবই ভালবেসেছিলেন তাই একটি উপায় নিরূপণ করলেন, যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বর হতে পৃথক

হওয়ারূপ মহাদণ্ড হতে উদ্ধার পায়। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র, যীশু খৃষ্টকে মানব হয়ে মৃত্যু ও ঈশ্বর হতে পৃথক হওয়ার দুঃখময় অভিজ্ঞতার জন্য পাঠালেন, যেন তিনি নিজের ওপর আমাদের সমস্ত শাস্তি তুলে নিতে পারেন। আমাদের পরিবর্তে খৃষ্ট যীশু নিজেকে মৃত্যুর হাতে বলি দিলেন। তাঁকে গ্রহন করে এবং তাঁর আত্মাকে আমাদের জীবনে রাজত্ব করতে দিলে, আমরা ঈশ্বরের উদ্ধারকারী পরিকল্পনাকে গ্রহণ করি। এইভাবে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণায় পুনরায় উদ্ধার প্রাপ্ত হই।

এ জগতে বাস করেও আমরা ঈশ্বরের আত্মার উপস্থিতি জানতে পারি। তবে যখন আমাদের দেহের মৃত্যু হবে, ঈশ্বর আমাদের নূতন গৌরবময় দেহ দেবেন আর তখন আমরা তার সঙ্গে চিরদিন বাস করবো।

আপনার কথাবার্ত্তা তর্কে পরিণত করে নিজের ধর্মকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন না কিন্তু সর্বদা খৃষ্টের পরিচয় দিয়ে যাবেন। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি আপনাকে কোন মণ্ডলী প্রকৃত—জিজ্ঞাসা করে, আপনার বলা উচিত কেবলমাত্র একটি মণ্ডলী প্রকৃত, যেটি নূতন জন্ম প্রাপ্ত বিশ্বাসীদের দ্বারা গঠিত। যদিও সকলের গীর্জা যাওয়া উচিত তবু কেবলমাত্র যীশু খৃষ্টে বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছাড়া কোন সংস্থাই তাকে মুক্তি দিতে পারে না। এবার খৃষ্টের বিষয় আলোচনা করুন।

পরিচিতি

'খড়্গ' হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য—খৃষ্ট ও তার পরিত্রাণের পরিকল্পনাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য আপনি এটি ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তির কাছে আপনি সাক্ষ্যদান করছেন তাঁকে এই পাঁচটি শাস্ত্রীয় বচন পড়ে ও উল্লেখ করে সাহায্য করতে পারবেন। যদি সম্ভব হয় একটি ছোট বাইবেল বহন করবেন যেন তার থেকে পদগুলি আপনি দেখাতে পারেন।

১। "সকলেই পাপ করিয়াছে এবং সম্মান ও মহিমা ঈশ্বর নিজে যা দিয়েছেন ও গ্রহণ করেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।" (রোমীয় ৩ : ২৩)

এই প্রথম পদটি আমাদের সকলের সাধারণ একটি সমস্যা প্রকাশ করে। এই সমস্যার কারণেই আমাদের সকলের খৃষ্টকে প্রয়োজন।

আপনি এটি দেখিয়ে ভবিষ্যতের ছবি প্রকাশ করতে পারবেন। পরিত্রাণ পাবার আগে পর্যন্ত মানুষ ভ্রান্তিতে থাকে তা তাদের জানা দরকার। সকলে (আপনি এবং আমি উভয়ে) পাপ করেছি। পাপ কি এই বিষয়ে বোঝানোর জন্যে যীশুকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, "আমরা কি খৃষ্টের মত ধার্মিক ও বিশ্বস্ত?" আমরা সকলেই ঈশ্বরের গৌরব হারিয়ে ফেলেছি।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, "কটা পাপ করলে পাপী হওয়া যায়?" সকলে যে পাপী আর ঈশ্বরের সামনে দোষী এটি আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে।

২। "পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের বিনামূল্যে দান আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্টতে অনন্ত জীবন।" (রোমীয় ৬, ২৩)

সংগে সংগে এই দ্বিতীয় পদটি নিয়ে আসবেন। পাপী তার ভবিষ্যত ছবি দেখে সে যে পাপী তা মেনে নিয়েছে। এখন রোমীয় ৬ : ২৩ পদ তাকে পড়তে দিন। বাইবেল এখানে বলছে যে আমরা বেতন পাব—

আর এই বেতন আমরা ন্যায্য অর্জন করেছি। বেতনটা কি? বাক্যে বলে—মৃত্যু! এটি আমরা অর্জন করেছি তাকে বলুন—এই মৃত্যু আত্মিকভাবে—ঈশ্বর হতে আলাদা হয়ে যাওয়া।

এবার তাকে দ্বিতীয় অংশটি পাঠ করতে বলুন। "কিন্তু...... বিনামূল্যে ঈশ্বরের দান অনন্ত জীবন.. ...আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্টতে" এখানে ঈশ্বর একটা দানের কথা বলেছেন, এটি দান একে অর্জন করা যায় না। জিজ্ঞাসা করুন "আপনি কি কোন দান বা উপহারকে অর্জন করতে পারেন? আপনি সেটিকে পরিত্যাগ করতে বা গ্রহণ করতে পারেন। দানটি কি? অনন্ত জীবন! এই অনন্ত জীবন যীশু খৃষ্টের মধ্যে নিহিত। ঈশ্বর দত্ত এই উপহারটি পেতে হলে ঈশ্বরের পুত্র যীশুকে গ্রহণ করতে হবে।"

৩। "এইজন্য মন পরিবর্তন কর—তোমরা মন ও উদ্দেশ্য বদলাইয়া ফেল, একেবারে বিপরীত দিকে ফির, [ঈশ্বরের দিকে] যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়........... প্রভুর উপস্থিতি হইতে তাঁর সজীবতার সুযোগ—উত্তাপ হইতে রক্ষা ও বিশুদ্ধ বায়ুর দ্বারা পুনরুজ্জীবন আসে।" (প্রেরিত ৩ : ১৯)

এই অংশটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন করুন, "অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাদের কি করতে বলছে এই অংশটি? মন ফেরানর মানে : আপনার পাপের জন্য অনুতাপ করা ও সেগুলি হতে একেবারে ফিরে আসা।"

৪। "কিন্তু যতজন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল, অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করিল, অনুগত হইল, নির্ভর করিল এবং আস্থা স্থাপন করিল তাহার নামের উপর তিনি তাহাদের ঈশ্বরের সন্তান হইবার [ক্ষমতা, সুযোগ, যোগ্যতার] অধিকার দিলেন।" (যোহন ১ : ১২)

যতজন তাঁকে গ্রহণ করে তাদের ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এখানে ঈশ্বর বলছেন তাঁর সন্তান হতে হলে আমাদের খৃষ্টকে গ্রহণ করতে হবে। স্পষ্টতঃভাবে দেখিয়ে দেবেন—যে কোন কাজ দ্বারা খৃষ্টীয়ান হওয়া যায় না কেবলমাত্র খৃষ্টকে গ্রহণ করে ঈশ্বরের সন্তান হতে হয়।

৫। "দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও করাঘাত করিতেছি ; যদি কেহ আমার স্বর শুনে তাহাতে মনোযোগ দেয় ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি ভিতরে তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত আহার এবং সেও আমার সহিত আহার করিবে।" (প্রকাশিত ৩ : ২০)

আমরা পূর্বে বলেছি অনন্ত জীবন ঈশ্বর বিনামূল্যে দান করেন, এবং এই দান যীশু খৃষ্টেতেই নিহিত। তাই ঈশ্বরের দান পেতে হলে খৃষ্টকে গ্রহণ করা আবশ্যক। কেমন করে তাঁকে গ্রহণ করব ? মন দিয়ে শুনুন, ওপরের অংশটিতে যীশু সরাসরি আপনার সংগে কথা বলছেন, "দেখ আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও করাঘাত করিতেছি ; যদি কেহ আমার স্বর শুনে তাহাতে মনোযোগ দেয় ও দ্বার খুলিয়া দেয় তবে আমি ভিতরে তাহার নিকটে আসিব।" সেই দ্বারটি আপনার হৃদয় দুয়ার। ঐখানে দাঁড়িয়ে তিনি মৃদু মৃদু করাঘাত করেন। যীশু আপনার হৃদয় দ্বারে করাঘাত করছেন।

আপনার নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে বলুন, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন মত আছে ও স্বাধীনভাবে নিজের পথ নিয়ে থাকেন। সেইভাবে আপনি খৃষ্টকে গ্রহণ করতে পারেন তিনি নিজে জোরাজুরি করে কারোর জীবনে আসেন না। আপনার হৃদয় দ্বারের নিকটে নম্রভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার ডাকের অপেক্ষা করছেন। তিনি জোর করে ভেতরে আসবেন না। আপনার ইচ্ছার ওপর তাঁর প্রবেশ নির্ভর করছে। ভেতর থেকে দরজা আপনাকে খুলে দিতে হবে, আর আপনি ইচ্ছা করলেই তা পারেন।

ধরুন, আমি যদি আপনার বন্ধু হই এবং আপনার বাড়ীর দরজায় এসে করাঘাত করি, আপনি আমায় কি বলবেন ? আপনি বলবেন, "ভেতরে আসুন।" আপনার দরজা খুলে দেওয়ার ও তাঁকে ডাকার অপেক্ষায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

এই সময়টি কঠিন পরীক্ষামূলক। আপনি যখন উত্তরের অপেক্ষা করছেন তখন নীরবে প্রার্থনা করুন।

আপনার বন্ধুটি যদি বলেন, "হ্যাঁ আমি তাঁকে হৃদয়ে আসতে দেব।" তাহলে যখন সে যীশুকে তার হৃদয়ে আসতে বলছে, আপনিও তার সংগে মাথা নত করে প্রার্থনা করুন। পরে তাকে বলুন এই অনন্ত জীবন-রূপ

দানের জন্য প্রভু যীশুকে ধন্যবাদ দিতে। যদি সে বলে, "না, আমি তাঁকে চাই না "বা" না আমি এখনও প্রস্তুত নই।" তাকে বলুন যে তার সততায় আপনি খুসী হয়েছেন। সে কি করতে চাইছে সে বিষয় নিশ্চিত হোন। আসলে যীশুকে বর্জন করা মানে, যে ঈশ্বরীয় দান অনন্ত জীবনকে পরিত্যাগ করা, সে বিষয় সে সম্যক্‌রূপে বুঝেছে কিনা, তাকে জিজ্ঞাসা করুন। সে যদি বুঝে থাকে, তবে তারজন্যে আর কিছু করার নেই। নিরাশ হবেন না। শেষে এইভাবে শেষ করবেন।

"যীশুকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান জানাবার জন্যে আমার বা কারুর সাহায্যের দরকার নেই। একা, যে কোন স্থানে আপনি তাকে হৃদয়ে আসতে অনুরোধ করতে পারেন। আর সেই মূহুর্তেই তিনি আপনাকে উদ্ধার করবেন।" তার কাঁধের ওপর আপনার হাতটি মৃদুভাবে রেখে বলুন, "বেশী দেরী করবেন না ভাই।" তখুনি সিদ্ধান্ত নিতে তাকে উৎসাহ দান করুন।

বলুন, "আমার সংগে মস্তক অবনত করুন ভাই, আমরা একসংগে প্রার্থনা করব।" আর এদিক ওদিক না দেখে বা অপেক্ষা না করে প্রার্থনা শুরু করুন এবং ঈশ্বরকে অনুরোধ করুন তার হৃদয়ে শক্তি দিতে। তার কাছে যীশুকে বাস্তবরূপে প্রকাশ করুন।

সবচেয়ে বড় আপনার জীবনে খৃষ্টকে উজ্বলভাবে দেখান। আপনার মুখ পরিত্রাণের আনন্দে উদ্ভাসিত হোক। খৃষ্টকে আপনার মধ্যে দেখতে পেলে যে কেউ তাঁর কাছে আকর্ষিত হবে। আপনি নিজেই যদি খৃষ্টের পরিত্রাণকারী প্রেমের ক্ষমতা ও দয়ার প্রমান না দিতে পারেন তবে যতই কাকুতি মিনতি করুন না কেন—ফল হবেনা।

সব সময় খৃষ্টীয় জীবন আমাদের পক্ষে সহজ হয়না কিন্তু যখন আমরা আমাদের প্রভুর সংগে মিলিত হই তখনই সম্ভব হয়। আমরা যেন এই পৃথিবীতে বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করি। যতদিন না সেইদিন আসে যেদিন আমরা আমাদের প্রভু ও মুক্তিদাতা যীশু খৃষ্টের সংগে মিলিত হব।

যদি যীশু খৃষ্টকে আপনার অন্তরে ও জীবনে গ্রহণ করতে চান, এই প্রার্থনা আপনাকে সাহায্য করবে।

হে প্রিয় স্বর্গীয় পিতঃ,

তোমার ভালবাসার জন্য, তোমায় ধন্যবাদ দিই। তোমার পুত্র যীশু খৃষ্টকে আমার হৃদয়ে আসতে অনুরোধ করি। আমি জানি আমি পাপ করেছি। তোমার দৃষ্টিতে যা অপ্রীতিকর এমন কাজ করেছি। সেই পাপগুলি তুমি ক্ষমা কর প্রভু, এবং সেগুলি আমার জীবন হতে ধুয়ে মুছে দাও। তোমাকে ও তোমার শিক্ষাসমূহ অনুসরণ করতে আমায় সাহায্য কর। শয়তান ও মন্দতা হতে রক্ষা কর। আমার সর্ব চিন্তায় ও কাজে তোমায় প্রথমে রাখতে শেখাও। তুমি যেমন আমায় ভালবেসেছ, আমি যেন সেইরূপ আমার প্রতিবাসীকে ভালবাসি। পিতঃ, আমার জীবনের প্রতি ধাপে তোমার পরিকল্পনা আমায় জানতে দাও। আমি নিজেকে ও আমার জীবন তোমায় দান করি। হে আমার সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, আমি তোমার গৌরব ও আরাধনা করি।

আমি সর্বদা তোমায় ধন্যবাদ দিই কারণ তুমি তোমার পুত্রকে আমার জন্য ক্রুশে বলিদান দিয়েছ, যেন আমি অনন্ত জীবন লাভ করে তোমার সঙ্গে থাকি।

অপরকে খৃষ্টের চরণে আনতে আমায় সাহায্য কর। আমি খৃষ্টের পুনরাগমনের অপেক্ষায় আছি—তিনি এসে আমায় স্বর্গে নিয়ে যাবেন।

প্রভু যীশু শীঘ্র আসুন। আমেন্

আপনি এখন খৃষ্টকে আপনার জীবনে নিয়েছেন। আপনি খৃষ্টান হয়েছেন। যদি আরো ঈশ্বরের জন্যে জীবন যাপনের বিষয় জানতে চান, তবে নিম্নলিখিত অংশ পূরণ করে ডাকযোগে—এই পুস্তকে যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে পাঠিয়ে দিন।

আরো অন্যান্য পুস্তক এই ঠিকানায় পেতে পারেন।

☐ আমি খৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্রকে, আমার জীবনে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছি।

☐ আমি খৃষ্টান হওয়ার বিষয়ে আরো জানতে চাই।

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

____

HOW YOU MAY BECOME A SUCCESSFUL CHRISTIAN

BENGALI

Literature for the NATIONS

CHRIST FOR THE NATIONS